

# মেসওয়াকের ফজিলত pdf

## মেসওয়াক করার উপকারিতা

১. মেসওয়াক করে যে নামাজ আদায় করা হয়, সে নামাজে মেসওয়াকবিহীন নামাজের তুলনায় সত্তরগুন বেশী ফযীলত রয়েছে।(শুয়াবুল ঈমান, বাইহাকী, হাদীস নং ২৫১৯)

২.. নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘দাঁতন বা মেসওয়াক করায় রয়েছে মুখের পবিত্রতা এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি।’ (মুসনাদে আহমাদ, দারেমি, নাসাঈ, ইবনে খুযাইমাহ, ইবনে হিব্বান, বুখারি, মিশকাত)

২. একবার হজরত আলি রাদিয়াল্লাহু আনহু দাঁতন বা মেসওয়াক আনতে আদেশ করে বললেন, আল্লাহর রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, ‘বান্দা যখন নামাজ পড়তে দাঁড়ায়; তখন ফেরেশতারা তার পেছনে দাঁড়িয়ে কেবল শুনে থাকেন। ফেরেশতারা তার কাছাকাছি হতে থাকেন। পরিশেষে ফেরেশতা নিজ মুখ তার (বান্দার) মুখে মিলিয়ে দেন! ফলে তার মুখ হতে কুরআনের যেটুকুই অংশ বের হয় সেটুকু অংশই ফেরেশতার পেটে প্রবেশ করে। সুতরাং কোরআনের জন্য তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র করো।’ (মুসনাদে বাযযার, তারগিব)

৩. নবিজী বলেছেন, ‘মেসওয়াক করে তোমরা তোমাদের মুখকে পবিত্র করো। কারণ, মুখ হল কোরআনের পথ।’ (সিলসিলাহ)

৪. মেসওয়াক করলে মৃত্যুর সময় কালেমা নসিব হয়।

৫. মেসওয়াক আরও উপকারিতা রয়েছে যেমন:

- মেসওয়াক করার মধ্যমে আল্লাহর রিজামন্দি হাসিল হয়।
- দারিদ্র্যতা দূর হয়ে।
- সচ্ছলতা আসে এবং উপার্জন বাড়ে।
- পাকস্থলী ঠিক থাকে।
- শরীর শক্তিশালী হয়।
- স্বরণশক্তি ও জ্ঞান বাড়ে। ৭) অন্তর পবিত্র হয়।
- সৌন্দর্য বাড়ে।
- ফিরিশতা তার সঙ্গে মুসাফাহা করেন।
- নামাজে বের হলে সম্মান করেন, নামাজ আদায় করে বের হলে আরশ বহনকারী ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।
- শয়তান অসন্তুষ্ট হয়।

- ফুলসিরাত বিজলীর ন্যায় দ্রুত পার হবেন
- ডান হাতে আমলনামা পাবে।
- ইবাদতে শক্তি পাবে।
- মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হবে।
- জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হবে।
- জাহান্নামের দরজা বন্ধ করা দেয়া হবে।
- পূত-পবিত্র হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিবে।
- দাঁতের মাড়ি শক্ত হয়।
- মুখের দুরগন্ধ দূর হয় ইত্যাদি।

আল্লাহ তাআলা মুসলিম উম্মাহকে উল্লেখিত নিয়মে ও সময়ে মিসওয়াক করার তাওফিক দান করুন। প্রিয়নবি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয় আমলটি বেশি বেশি করার তাওফিক দান করুন। হাদিসে ঘোষিত ফজিলত ও উপকারিতা লাভের তাওফিক দান করুন।

## ৬টি মিসওয়াক হাদিস, মিসওয়াক সম্পর্কে হাদিস/মিসওয়াক সম্পর্কিত হাদিস

মিসওয়াক করা রাসুল (সা.)-এর একটি গুরুত্বপূর্ণ সুন্নত। মিসওয়াক হলো গাছের কাঁচা ডাল দিয়ে দাঁত ঘষা। কাঁচা ডাল দিয়ে দাঁত ঘষার অনেক উপকার রয়েছে।

রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘মিসওয়াকের সত্তরটিরও বেশি উপকার রয়েছে। তন্মধ্যে একটি হলো মৃত্যুর সময় কালিমা নসিব হওয়া।’ অন্যত্র ইরশাদ করেন, ‘যদি আমি আমার উম্মতের জন্য কষ্টকর মনে না করতাম, তবে অবশ্যই প্রত্যেক নামাজের সময় মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম’ (মিশকাত : ৩৪৬)।

রাসুল (সা.) মিসওয়াক করাকে উম্মতের আবশ্যিক করে দিতে চেয়েছিলেন। এর দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, মিসওয়াক একটি ফজিলতপূর্ণ আমল। অথচ আজকাল আমরা ব্রাশ পেয়ে মিসওয়াক করাকে ভুলেই গেছি। নতুন প্রজন্মের অনেকে মিসওয়াক কী, তা-ই জানে না। মিসওয়াকের গুরুত্ব অন্য একটি হাদিস দ্বারাও বোঝা যায়। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেছেন, ‘হজরত জিবরাঈল (আ.) যখনই আমার কাছে আসতেন, তখনই মিসওয়াক করার জন্য আমাকে আদেশ করতেন। আমার মনে হচ্ছিল মিসওয়াক করা আমার ওপর ফরজ করিয়ে দেওয়া হয় কি না।’ (মিশকাত : ৩৫৫)

রাসুল (সা.) মিসওয়াক করাকে এতটাই গুরুত্ব দিতেন এবং এতটাই ভালোবাসতেন যে, তিনি মৃত্যুর সময়েও মিসওয়াক করা ছাড়েননি, বরং তিনি যখন মিসওয়াক করতে পারছিলেন না তখন হজরত আয়েশা (রা.) নিজ থেকে মিসওয়াক চিবিয়ে রাসুল (সা.)-এর মুখে তুলে দিচ্ছিলেন। আর রাসুল (সা.) তা দিয়ে মিসওয়াক করছিলেন। যদিও রাবের কারিম পবিত্র কুরআনে মিসওয়াক সম্পর্কে কিছুই বলেননি, তবুও মিসওয়াকের প্রতি রাসুল (সা.)-এর ভালোবাসা দেখেই বোঝা যায় মিসওয়াকের মধ্যে কত সওয়াব নিহিত রয়েছে।

রাসুল (সা.) মিসওয়াক করার ব্যাপারে যেমনিভাবে জোর তাগিদ দিয়েছেন, তেমনিভাবে ডাক্তারি মতেও এর অনেক উপকারিতা রয়েছে। দাঁতের সঙ্গে খাদ্যকণা জমে যে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয় তা দূর করার জন্যই মিসওয়াক করা একান্ত প্রয়োজন। তেতো গাছের মিসওয়াকের পরিমাণ এক বিঘতসম হওয়া বাঞ্ছনীয়। আর এর ব্যবহারের নিয়ম হলো, ডান হাত দিয়ে মুখের ডান থেকে আড়াআড়িভাবে ঘষা। দাঁত দৈর্ঘ্যে না ঘষা এবং মিসওয়াক শেষে কাঠিটিকে ভালোভাবে ধৌত করে দাঁড় করিয়ে রাখা উচিত, যাতে পানি শুকিয়ে গিয়ে দুর্গন্ধমুক্ত থাকে।

আল্লাহ নবী (রহ.) বলেন, ‘সর্বাবস্থায় মিসওয়াক করা মুস্তাহাব, তবে পাঁচটি সময় মিসওয়াক করা বিশেষ মুস্তাহাব। সেগুলো হলো- ১. নামাজের সময়, ২. কুরআন তেলাওয়াতের সময় ৩. অজু করার সময়, ৪. নিদ্রা থেকে জাগ্রত হওয়ার পর, ৫. মুখের দুর্গন্ধ দেখা দিলে।’ (শারহুন নাবাবি)

হজরত শুরাইহ ইবনে হানি (রহ.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, ‘আমি হজরত আয়েশাকে (রা.) জিজ্ঞেস করলাম, রাসুল (সা.) যখন ঘরে প্রবেশ করতেন তখন প্রথমে কোন কাজ করতেন?’ জবাবে হজরত আয়েশা (রা.) বললেন, ‘মিসওয়াক করতেন’ (মিশকাত : ৩৪৭)। এ হাদিস থেকে বোঝা যায়, রাসুল (সা.) মিসওয়াকের প্রতি অত্যধিক গুরুত্বারোপ করতেন। অজু করার সময় ছাড়াও কোনোরূপ দুর্গন্ধের আশঙ্কা করলে সঙ্গে সঙ্গে মিসওয়াক করতেন। ঘরে ফিরেই সর্বপ্রথম মিসওয়াক করতেন। কেননা বাইরের লোকজনের সঙ্গে কথাবার্তার ফলে মুখের লাল জমে দুর্গন্ধ সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক। তাই মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার করে নিতেন।

প্রিয় নবীর উম্মত হিসেবে আমাদের মিসওয়াকের আমল করা খুবই দরকার। তাই আসুন, আমরা রাসুল (সা.)-এ এই সুন্নতকে অভ্যাস বানিয়ে নিই। রাসুল (সা.) ইরশাদ করেন, ‘যে ব্যক্তি আমার সুন্নতকে ভালোবাসে সে আমাকেই ভালোবাসে, আর যে আমাকে ভালোবাসল সে আমার সঙ্গেই জান্নাতে থাকবে’ (মিশকাত)। আল্লাহ সবাইকে আমল করার তওফিক দিন।

সুতরাং মুমিন মুসলমানের উচিত, ঘন ঘন মিসওয়াক করা। হাদিসের ওপর আমল করা। মিসওয়াক করার মাধ্যমে ঘোষিত ফজিলত ও উপকারিতা অর্জন করা।

## 10 টি মিসওয়াকের গুরুত্ব ও মিসওয়াকের ফজিলত

১. নবিজী বলেছেন, মুমিন মুসলমানের প্রকৃতিগত কাজসমূহে একটি হলো- মিসওয়াক করে মুখ পরিষ্কার রাখা।’ (মুসলিম, মিশকাত)

২. নবিজী বলেছেন, ‘বিশেষ করে জুমআর দিন গোসল ও মিসওয়াক করা এবং আতর ব্যবহার করা একান্ত কর্তব্য। (মুসনাদে আহমাদ, বুখারি, আবু দাউদ, জামে)

৩. নবিজী বলেন, ‘জিবরিল (আ.) আমাকে এতবেশি দাঁতন বা মিসওয়াক করতে আদেশ করেছেন, যাতে আমি আমার দাঁত ঝরে যাওয়ার আশঙ্কা করছি।’

৪. অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, ‘এতে আমার ভয় হয় যে, দাঁতন বা মেসওয়াক করা আমার উপর ফরয করে দেওয়া হবে।’ (জামে)

৫. নবিজী বলেন, ‘বাড়িতে ঢুকামাত্রই তিনি প্রথম যে কাজ করতেন, তা হল দাঁতন বা মেসওয়াক করা।’ (মুসলিম)

৬. নবিজী আরও বলেন, ‘তাহাজ্জুদ পড়তে উঠলেই তিনি দাঁতন বা মেসওয়াক করেই দাঁত মাজতেন।’ (বুখারি, মুসলিম, মিশকাত)

৭. নবিজী বলেন, নামাজ ছাড়াও রাতের অন্যান্য সময়েও যখন তিনি জেগে উঠতেন; তখনও মেসওয়াক করতেন। আর এই কারণেই রাতে শোয়ার সময় তিনি শিথানে মাথার কাছে দাঁতন বা মেসওয়াক রেখে নিতেন।’ (জামে)

৮. ‘আমি আমার উম্মতের পক্ষে কষ্টকর না জানলে (প্রত্যেক) ওয়ুর সাথে দাঁতন বা মেসওয়াক করাকে ফরয করতাম এবং ইশার নামাজ অর্ধেক রাত পর্যন্ত দেরি করে আদায় করতাম।’ (মুসতাদরাকে হাকেম, বায়হাকি, জামে)

৯. আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের অন্যতম মাধ্যম মেসওয়াক। নবিজী বলেন, ‘জিবরিল আলাইহিস সালাম অহি নিয়ে এসেছেন আর মেসওয়াকের কথা বলেননি- এমনটি কখনো হয়নি। তাই অবস্থা এমন মনে হতো যেন, মেসওয়াক করতে থাকার কারণে আমার মুখের অগ্রভাগ ছিলে যায়। (বুখারি, মুসনাদে আহমদ, মিশকাত)

১০. এ কারণেই হজরত জায়েদ বিন খালেদ জুহানি রাদিয়াল্লাহুআনহু মসজিদে নামাজ পড়তে হাজির হওয়ার সময়ও তাঁর দাঁতন বা মেসওয়াককে কলমের মতো করে কানে গুঁজে রাখতেন। নামাজে সময় হলে তিনি মেসওয়াক করতেন তারপর আবার কানে গুঁজে রাখতেন।’ (আবু দাউদ, তিরমিজি, মিশকাত)

নবিজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে মেসওয়াকের গুরুত্ব এতবেশি ছিল যে, তাঁর ইস্তিকালের আগ মুহূর্তেও তিনি হজরত আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা দাঁতে চিবিয়ে নরম করে দেওয়া দাঁতন দিয়ে মেসওয়াক করেছেন।’ (বুখারি, মিশকাত)